দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 25 NOV 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ■ মো. এনামুল হক খান

গ্রামে শিক্ষার প্রসার ও পরিবেশ

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে আনন্দময় স্থান। তবেই শিক্ষার্থীরা স্কুলে থাকবে, ফলাফল ভাল করবে। এক সময় গ্রামের ছেলেরা ফলাফলের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল না। তবে গ্রামে শিক্ষার হার কম ছিল, কারণ অতীতে বেশিরভাগ অভিভাবক মেয়েদের স্কুলে দিত না। ফলে গ্রামের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নিরক্ষরই থেকে যেত। আজ সেই অবস্থা নেই; অভিভাবকদের মনোভাব অনেক পরিবর্তন হয়েছে, মেয়েরা দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে; কিন্তু সন্তানের পড়াশুনায় যে পরিবেশ দরকার, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও তদারকি দরকার তা পাচ্ছে না। এ কারণে পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয় না। ভাল ফলাফল ও শিক্ষার অগ্রগতিতে অভিভাবকদের অধিকতর সচেতনতা প্রয়োজন।

আজ মেধাবী শিক্ষক শিক্ষা পেশায় থাকতে চায় না। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি হলে শিক্ষকতা ছেড়ে দেয়। কারণ গ্রামের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে সুযোগ-সুবিধা তারা তেমন পায় না। তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারায় অনেক কমেছে, যা দিয়ে সংসার চালানো দায়। সরকার শিক্ষকদের আলাদা বেতন স্কেল প্রদানের চিন্তা করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যেতে পারেনি। এমনি অবস্থায় তারা হতাশাগ্রস্ত। জাতিসংঘের অন্যমত সংস্থা ইউনেস্কোর মতে- মানসম্মত শিক্ষা মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। (১) শিক্ষক (২) শিক্ষাক্রম (৩) শিক্ষার পরিবেশ। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামে আজ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে; কিন্তু বাড়েনি শিক্ষার মান। দুই-একজন যোগ্য শিক্ষকের প্রচেষ্টায় তা অর্জন করা সম্ভব নয়- সকল শিক্ষকই যোগ্য ও মানসম্পন্ন হওয়া চাই। শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রয়োজন। সরকার প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য উপ-বৃত্তির ঘোষণা দিয়েছে এটা অবশ্যই ভাল খবর। ভাল ফলাফল ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে এটাও ইতিবাচক দিক। এর সাথে অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রচেষ্টা যোগ হলে ভাল ফল আসবে। অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-অর্থবিত্তের মালিক রয়েছেন যারা গ্রামের সন্তানদের খোঁজ-খবর নেন না। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে ভাবেন না, তাদেরকে উৎসাহ প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। এখনো গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর একটি অংশ লেখাপড়া থেকে ছিটকে পড়ছে, যা খুবই দুঃখজনক। আর্থিক সঙ্গতি ও পিতা-মাতার সদিচ্ছার অভাবে তাদের এই অবস্থা। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, মেম্বার, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ভূমিকা রাখতে পারেন।

সরকার সর্বশেষ শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। মনে রাখা দরকার- শিক্ষার মূল সোপান হলো শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান বোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে তোলা। সদা সত্য কথা বলা, ন্যায়পরায়ণ ও ধোঁকাবাজ নয়- এমন সহপাঠীকে বন্ধু হিসেবে যেন বেছে নেয় তা শিক্ষা দেয়া। ভাল ফলাফলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উৎসাহ প্রদান কার্যক্রম অবশ্যই রাখতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো এলাকা ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়সমূহে দ্রুত শিক্ষার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চাইলে শিক্ষক-অভিভাবক-এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা চাই। ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ফলাফল নির্ভর করবে এই সমস্ত ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগের উপর। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে, গ্রামে শিক্ষিত-উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পাবে। তারা পরবর্তী জীবনে আত্মকর্মসংস্থানসহ গ্রামে ছোট-বড় কলকারখানা সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করবে, দেশে বেকারত্ব ঘুচবে।

● লেখক : প্রকৌশলী